গাইঘাটার বিডিও-কে ব্লক কংগ্রেসের ডেপুটেশন
তৃতীয় পাতায়...
সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা
তৃতীয় পাতায়...
বনগাঁর কালুপুর পাঁচপোঁতা সমবায়ে ইফকোর কৃষি আলোচনা চক্র
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 47 ❑ 09 Feb., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

নিয়ম মেনে সীমান্তে কাঁটাতার দিতে হবে— এই দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ কৃষকদের

প্রতিনিধি ঃ ভারত বাংলাদেশের জিরো পয়েন্ট থেকে নিয়ম অনুযায়ী দূরত্ব না মেনে অনেক বেশি জমি কাঁটাতারের ভেতরে রেখে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। এমনই অভিযোগ এনে কাঁটাতার সরিয়ে দেবার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো শতাধিক কৃষক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা।

বুধবার সকাল ১০টা থেকে গাইঘাটার বর্ণবেড়িয়ে এলাকায় বনগাঁ রামনগর রোডে প্রায় তিন ঘন্টা এই অবরোধের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে অবরোধকারীদের সঙ্গে এসে কথা বলেন বিএসএফ ও গাইঘাটা থানার পুলিশ

আধিকারিকেরা। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গাইঘাটা ব্লকের আংরাইল বর্ণবেড়িয়া, ঝাউডাঙ্গা সহ একাধিক এলাকা বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর রয়েছে। সীমান্ত এলাকাগুলি, কাঁটাতার দেওয়া রয়েছে।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট থেকে দেড়শ গজের মধ্যে ফেনসিং দিতে হয়। আংরাইল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সেই নিয়ম মানা হলেও বর্ণবেড়িয়া এলাকায় সেই নিয়ম না মেনেই প্রায় এক হাজার মিটার এলাকার মধ্যে তাঁরকাটা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকশো বিঘা জমি রয়েছে। সেখানে চাষ করতে যেতে সমস্যা হচ্ছে। বিএসএফ-এর মর্জি মতন যাতায়াত করতে হয় ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে। ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর কুমার বিশ্বাস, বলেন 'চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানাচ্ছেন, জিরো পয়েন্ট থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বর্ণবেড়িয়া ঝাউডাঙ্গা এলাকায় ফেনসিং দেওয়া হোক। এ বিষয়ে বিএসএফ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ না হওয়ায় তারা অবরোধ করছে। কাঁটাতারের মধ্যে অনেক জমি থাকায় চাষবাসের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ব্লক প্রশাসন, জেলা প্রশাসন বিএসএফ আধিকারিকদের নির্দিষ্ট জায়গায় ফেন্সিং দেওয়ার দাবি বারবার জানিয়ে ফল না হওয়ায় বাধ্য হয়ে অবরোধের পথ বেছে নিয়েছেন।

শতাধিক পুরুষ মহিলা পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে এদিন তাঁরকাটার পাশে রাস্তার উপরে বসে বিক্ষোভ করতে থাকেন। তাদের বক্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসন কাঁটাতার সরানোর বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নেবে আন্দোলন চলবে।

দুর্নিতির অভিযোগে শিক্ষক শিক্ষিকার বদলির দাবিতে বিক্ষোভের পর স্কুলে আসছে না ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধের মুখে স্কুল

প্রতিনিধি ঃ স্কুলের সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলির দাবিতে স্কুল গেটে তালা লাগিয়ে অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় চার দিন হল ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না অভিভাবকেরা। নাম মাত্র দুই একজন স্কুলে এলেও শিক্ষকেরা খালি ঘরে বসে থেকেই ফিরে যাচ্ছেন। মিড ডে মিলের রান্না হলেও খেতে আসছে না কেউ। গাইঘাটা ব্লকের ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানবতা বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা।

প্রধান শিক্ষিকা প্রতিমা সরকার বলেন, "পড়ুয়ারা স্কুলে আসছে না" আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে এসেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রী না এলেও স্কুল খোলা রাখতে বলেছে। মিড ডে মিল চালু রাখতে বলেছেন।

যদিও প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবকদের বক্তব্য, "যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত তিন জন শিক্ষক শিক্ষিকা বদলি না হচ্ছেন, ততক্ষণ অভিভাবকেরা ঠিক করেছেন তাদের ছেলে মেয়েদের ওই স্কুলে আর পাঠাবেন না। আগে স্কুলে প্রায় ৫০০র বেশি ছাত্র-ছাত্রী ছিল। স্কুলে পঠন পাঠন না হওয়ায় বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী তলানিতে ঠেকেছে। স্কুলে পঠন পাঠন না হওয়ায় অভিভাবকেরা এখন অন্য দূরের স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করছে।"

স্কুলের এক শিক্ষিকার স্বপ্না সেন দত্তর কথায়, "বিডিও অফিসে এ বিষয় নিয়ে মিটিং হয়েছিল। স্কুল অথরিটি বলেছেন, স্কুলে ছাত্রছাত্রী আসুক না আসুক স্কুল খোলা রাখতে হবে এবং মিড ডে মিল চালু রাখতে হবে।" অভিভাবকেরা স্কুলের প্রধান

তৃতীয় পাতায়...

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে ক্ষোভ গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে চেয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা সমস্যার কথা জানাতে না পেরে ক্ষভে ফুসছেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার কনিয়াড়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে।

কেন্দ্রের দুই প্রতিনিধি দল এদিন কনিয়াড়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন। আগে থেকে নিয়ে আসা কিছু মানুষের সঙ্গে তারা সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে জানতে চান। কিন্তু পঞ্চায়েতের বাইরে আরো অনেক মহিলা পুরুষ জড়ো হয়েছিলেন। অভিযোগ, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। স্মৃতি গায়েন নামে এক মহিলা বলেন, "পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূলের লোকজন ঢুকেছে কিন্তু আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমরা আমাদের সমস্যার কথা জানাতে পারিনি।"

ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজেপির সরস্বতী বিশ্বাস বলেন, "আমাকে কোন কাজে জানানো হয় না। কলা চাষে টাকা দেওয়া নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। যে টাকা উপভোক্তাদের পাওয়ার কথা সে টাকা তারা পাননি। সাধারণ মানুষকেও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি।"

অভিযোগ অস্বীকার করে পঞ্চায়েত

তৃতীয় পাতায়...

অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে ব্ল্যাকমেল তরুণীকে, গ্রেপ্তার যুবক

প্রতিনিধি ঃ ১৮ বছর বয়সী এক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল যুবকের। তারপরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেয়েটি ছেলেটিকে তার কিছু গোপন মুহূর্তের ছবি দিয়েছিল। অভিযোগ, পরবর্তী সময় ঐসব ছবি ফেসবুকে ফেক একাউন্ট করে ছড়িয়ে দিয়েছে ওই যুবক। বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে বনগাঁ শহর থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সৌরভ বিশ্বাস। বাড়ি বনগাঁ থানার বড় বাংলানি এলাকায়। বেঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত সে। বছর দুই আগে গাইঘাটার এক বাসিন্দা ওই মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। গত বছর ডিসেম্বর মাসে মেয়েটি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। মেয়েটি জানিয়েছে "সৌরভ তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।" মেয়েটিও সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। অভিযোগ, সৌরভ টাকে জানিয়েছিল বিয়ে না করলেও কথামতো যেখানে ডাকবে সেখানে চলে আসতে হবে। না হলে আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে দেবে। মেয়েটি যেতে রাজি না হওয়ায় একটি ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সৌরভ মেয়েটির ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। অভিযোগ হওয়ার পর ছেলেটি পালিয়ে গিয়েছিল। দিন কয়েক আগে সে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে। বলে, সে বনগাঁয় দেখা করবে। গোটা ঘটনার কথা পুলিশকে জানায় মেয়েটি। পুলিশের পরিকল্পনা মাফিক মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে যায় মঙ্গলবার। সেখানেই হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় ছেলেটিকে।

ভয় দেখিয়ে বেআইনি ভাবে জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ এলাকায় সমাজ বিরোধীদের নিয়ে এসে স্থানীয়দের ভয় দেখিয়ে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া এলাকার ঐতিহ্যবাহী হাঁসার বিল বেআইনীভাবে ভরাটের অভিযোগ উঠল বনগাঁ পৌরসভার এক কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে। গাইঘাটা ব্লক অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন কয়েকজন বাসিন্দা। অভিযুক্ত কাউন্সিলর এর নাম পাপাই রাহা। তিনি বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাস বলেন,এই ধরনের বেআইনি কাজ দল কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। আইনের উর্ধ্বে পাপাই রাহা, আমি বা কোন তৃণমূল নেতা কেউ নয়। তাছাড়া আইনগতভাবে এর ব্যবস্থা হবে। যদি বেআইনি কিছু করে থাকেন, আইন

আইনের পথে চলবে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, পাপাই রাহা প্রোমোটার ও সমাজ

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৭ ❐ ০৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

মধ্যবিত্তের বাজেট কোথায়? কতটা সুরাহা পেলেন আম আদমি

শোনা যাচ্ছিলো ২০২৪-কে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে বোধহয় মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্তদের সুবিধা হবে কিন্তু তাঁর দিশা কোথায়? ৭ লক্ষ বাৎসরিক আয় থেকে কর ছাড়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যার মাসিক রোজগার ৫৮ হাজার টাকা। প্রশ্ন ক'জন এই রোজগারের অন্তর্ভুক্ত? দ্বিতীয়ত, এটা তো প্রত্যক্ষ করের বিষয়। কিন্তু পরোক্ষ কর তো তাকে দিতেই হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমছে কি? প্রয়োজন তো ক্রেতার, কেনবার ক্ষমতা পাচ্ছে কি?

অর্থনীতির প্রশ্নে এই ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট করই আমাদের অনেক সময়ে বোকা বানিয়ে দেয়। বাজেট অর্থনীতির প্রথম পাঠ, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে। যেকোনও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন তখনই সার্থক হবে যখন ক্রেতার কেনার ক্ষমতা থাকবে। আমাদের প্রথম সংকট কিন্তু পেট্রোলিয়ামজাত বিষয়। করোনা আবহ থেকে যেভাবে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তা ভারতের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। এই মুহূর্তে শতাধিক টাকার বিনিময়ে লিটারপ্রতি পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে, তথৈবচ ডিজেল এবং গ্যাস। উৎপাদিত দ্রব্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেই দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কারণে। অথচ আজও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দাম ভারতের তুলনায় কম।

কাজেই মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম দেওয়া যাচ্ছে না। যা অন্যতম মাথাব্যথার কারণ। সিগারেটের দাম বাড়লো, পাশাপাশি টিভির বা মোবাইলের দাম কমলো, এই দিয়ে কি পেট ভরবে? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হলো কী? এছাড়া ১০০ দিনের কাজের বিষয়ে কোনও বার্তা কোথায়? ৩৮ হাজার শিক্ষকের নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে ২ কোটি মানুষ কর্মের খোঁজে। কৃষকদের ক্ষেত্রে ছাড়ের বা অর্থলগ্নির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষ্কার নেই। আপাত দৃষ্টিতে জমজমাট বাজেট মনে হলেও ধোঁয়াশাই রয়ে গেলো বাজেট।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল মুকুলিকার সরস্বী বন্দনা

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৫ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা মুকুলিকা গানের স্কুলের বাক্ দেবীর আরাধনা।

মুকুলিকার ১১০জন সদস্য এদিনের দেবী সরস্বতী বন্দনায় অংশ নেন। দিনভর আয়োজিত পুজো মন্ত্রপাঠ ও অঞ্জলি প্রদান এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে ছোট বড় সকল সদস্যগণই অংশ নেন।

সকলের জন্য ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা মুকুলিকার সকল সদস্য ও পাড়ার বাসিন্দাগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন মুকুলিকা আয়োজিত এদিনের সরস্বতী পুজো ও অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

মুকুলিকার কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস মজুনদার জানান। অন্য এক দুটির দিনে সরস্বতী বন্দনায় পুজো ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে সকলে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠার লক্ষ্যেই পরবর্তী সময়ে এই পুজো ও অনুষ্ঠানের আয়োজন।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা
বিস্ময়ের অনন্যভূমি সুন্দরবন

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

বাউলে, মৌলে, জেলেরা জঙ্গলে ঢোকার আগে বিশেষ ভক্তি সহকারে বনবিবির পূজা দেয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে বাঘ-দেবতা ও বনবিবির পূজা করে। এই দুই দেবদেবী ছাড়া সুন্দরবনে মা নারায়নী, কালু-খাঁ ও গাজী সাহেবের পুজোও প্রচলিত আছে। বিশ্বাস আছে যে, এদের পূজা করলে জঙ্গলের বাঘ আক্রমণ করে না। সুন্দরবনের মানুষের বাঘের প্রতি ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য বাঘ এভাবে তাদের ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে।

সুন্দরবনে কোন পুরুষ মানুষ জঙ্গলে কাঠ কাটতে বা মধু ভাঙতে গেলে— ঘরের স্ত্রী সাবান দিয়ে মাথা ঘসে না, সিঁদুরও সিঁথিতে দেয় না। আর শুক্রবার জঙ্গলে যেতে নেই।

জঙ্গলে খুব চাপ থাকে। ওই চাপ কিসের সে সম্পর্কে আমাদের রান্নায় ব্যস্ত থাকা দিদি টুলু মজুমদার বলতে পারেনি। টুলু মজুমদারের স্বামী হরেন মজুমদার রান্নার কাজে সাহায্যকারী হিসাবে তার স্ত্রীকে সাহায্য করে। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সিজন। এই সময়ের বাইরে কাজ থাকে না। তখন স্বামী হরেন কেরালা বা গুজরাটে সেন্টারিং হেলপার হিসেবে কাজ করতে যায়। আমরা লঞ্চে ভাসতে ভাসতে পীরখালী ৫, ৬, ৭ চলেছি। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটা গাছে লাল ফ্ল্যাগ উড়ছে। আমাদের গাইড দিলীপকে প্রশ্ন করলাম, এখানে লাল ফ্ল্যাগ কি ধর্মীয় কোন দল না অন্য কিছু। ও জানায়, যে অঞ্চলে বাঘ কোন মানুষকে হত্যা করে, সেই অঞ্চলে ওইরকম ফ্ল্যাগ ঝুলিয়ে দেয়। মনে হয় মানুষকে সচেতন করার জন্যই এই ফ্লাগের ব্যবহার।

নদী, খাল এবং খাড়ির নামকরণ হয় বিশেষ বিশেষ কারণে। যেমন দেউল ভারানি কস্টাল জোন সাইট। দোয়ানি কথার অর্থ হল খালের দুদিক দিয়ে জল প্রবেশ করে এবং একদিক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। ভারানি কথার অর্থ একদিক থেকে জল প্রবেশ করে এবং সেই পথেই জল বেরিয়ে যায়। খাঁড়ি অর্থাৎ গভীর খাল। খালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চোরাগাছি, গাজির খাল, টানগাজি, খোলাখালি প্রভৃতি। পীরখালি ৬ নাম্বারে একটি জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil) পাওয়া যায়, তাকে সাগর কাঁকড়া বলে।

স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে জানা যায়, এই কাঁকড়া হাতে পায়ে ব্যথায় খুবই উপশম হয়। খাঁড়ি দিয়ে ছোট ছোট যে শাখাগুলি বের হয় তাকে সুতি নালা হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ইছামতী বাঁচলে রক্ষা পাবে কেবল বনগাঁ মহকুমাই নয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক মহকুমার শহর ও গ্রাম

নির্মল বিশ্বাস

ভাগীরথী নদীর প্রধান দুটি শাখানদী চূর্ণি আর যমুনা। এক সময়ে সারা বছর ধরে এই নদী দুটি ইছামতীকে জলের জোগান দিত। বতর্মানে এই নদীদুটি মৃতপ্রায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৮৫৬ সালে মাথাভাঙা নদী থেকে মাজদিয়ার কাছে পশ্চিমবাহী চূর্ণি নদী কেটে ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভাগীরথীর বাড়তি জল ইছামতী দিয়ে বের করে দেওয়া এবং ইছামতী নদীর নাব্যতা বজায় রাখা। পরবর্তীকালে দেখা গেল, ভাগীরথীর জল কমে যাওয়ার কারণে ইছামতীর প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে বন্যার বাড়তি জল এসে পড়ে।

তবে চূর্ণি নদী নিয়ে নানা মতান্তর আছে, কারও কারও মতে চূর্ণি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি। অন্য মত হলো, এটি কেটে খাল তৈরি করা। তবে রাঢ় বঙ্গের নদ-নদীর মানচিত্রে চূর্ণি নদীর অস্তিত্ব রয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় চূর্ণি নদী কাটা খাল নয়। প্রকৃতির সৃষ্টি।

১৯৪২ সালে মাজদিয়াতে রেলওয়ে ব্রীজ তৈরির কারণে ইছামতীর জল প্রবাহ আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। ফলে ইছামতী নাব্যতা হারায়। এখন দেখা যাচ্ছে, অতি বর্ষণে ও বন্যার জল চূর্ণি নদী প্লাবিত হয়ে ইছামতীতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করে। ইছামতী বা তার সঙ্গে যুক্ত থাকা নদীগুলির এই বাড়তি জল বহন ক্ষমতা থাকে না। ফলে তখন বন্যা বিশাল আকার ধারণ করে। ১৮৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পঁচিশ ত্রিশ বার বন্যা হয়েছে। একদা ঐতিহ্যময় ইছামতী ও তার সঙ্গে যুক্ত নদীগুলির পরিধি ও তলদেশ ভরাট হয়ে অভিশাপের কারণ হয়েছে। কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে আর বাকিটা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটি ও মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইছামতী নদীর চর যতই জেগে উঠছে, ততই মানুষের দখলের শিকার হয়ে যাচ্ছে। ইছামতী, যমুনা, পদ্মা, কোদালিয়া, বেতনা, নাওভাঙা প্রভৃতি নদীর উপর অসংখ্য স্থানে কোমর, পাটা, ঘূর্ণি ও জাল দিয়ে ঘিরে রেখে মাছ ধরা হচ্ছে। এছাড়া ইছামতী, নাওভাঙা, কোদালিয়া নদী কচুরিপানায় ভর্তি। তেমনই যমুনা ও পদ্মা নদীতে কচুরিপানা তো আছেই। স্বরূপনগরে চারঘাট ও মোল্লাডাঙ্গা ও ঢিপির কাছে ধনচে গাছ নদীর নিকাশিতে বাঁধা সৃষ্টি করছে। এমন কী নদীর চর দখল করে চলছে চাষ-আবাদ। প্রচুর পুকুর ও মাছের ভেড়ী করা হয়েছে নদীকে ঘিরে। বনগাঁ থেকে বসিরহাট, টাকি পৌরসভা পর্যন্ত ইছামতীর দুই তীরে একশো'র বেশি ইটভাটা গজিয়ে উঠেছে। তারা কোন না কোনভাবে ইছামতী নদী প্রবাহের ক্ষতি করছে। সরকারি প্রশাসনের এদিকে নজর দেবার সময় নেই।

ইছামতী নদীর গতিপথ আঙরাইল থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি পথে নদীর তলদেশে পলি জমে জমে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। ইছামতী নদীর অন্য আর একটি সমস্যা হল ঘন ঘন বাঁক। প্রতি ৫০০ মিটার অন্তর ইংরেজি Z অক্ষরের মতো বাঁক। এর ফলে জলস্রোতে বাধা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের স্থলভাগ থেকে এই অঞ্চলের নদীর জলের স্তর উঁচু। বনগাঁ কিংবা গাইঘাটার অনেক স্থানেও ইছামতী তলের মতো নিচু। ফলে বর্ষাকালে বন্যার জল একবার ঢুকে গেলে সেই জল বের হতে চায় না। তার জন্য বনগাঁ এলাকায় বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। বনগাঁ শহর অঞ্চলে ইছামতী পলি জমে অনেকটা মাটির হাঁড়ির সরার মতো আকৃতি ধারণ করেছে। কোনও সময়ে এখানে পলি তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিগত এক দশক হলো ইছামতী নদীর স্রোত একেবারেই থমকে রয়েছে।

একসময় সুন্দরবনের রায়মঙ্গল, কালিন্দী প্রভৃতি নদীর জোয়ারের নোনা জল ইছামতীতে স্বরূপনগরের বেড়ীগোপালপুর পর্যন্ত আসত। তারও আগে, এমন কী আমার ছোটবেলাতেই দেখেছি ইছামতীতে নদীর জোয়ার-ভাটার সময় নদীতে নোনা বা ঘোলা জল আসত। সে সময় বনগাঁ শহর থেকে স্বরূপনগর পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করত। অপরদিকে লঞ্চ চলতো নকফুল, মুড়িঘাটা, নলডুগারী পর্যন্ত। সেসব আজ ইতিহাস। এরপর থেকেই নদীর জোয়ার-ভাটা কমে আসে। ক্রমে ক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়।

বনগাঁ ব্লকে ইছামতী নদীকে জবর-

দখল করে করছে চাষ-আবাদ। এমনটা রয়েছে গাজীপুর, অম্বরপুর, নকফুল, সবাইপুর, বনগাঁ শহর অঞ্চল এবং ছয়ঘরিয়া অঞ্চল।

নাওভাঙা নদীতে ছয়ঘরিয়া, হরিদাসপুর, খলিতপুর, ফিরোজপুর। গাইঘাটা ব্লকে যমুনা ও ইছামতী নদীর উপর অসংখ্য স্থানে জবর-দখল করে চাষ-আবাদ চলছে। এছাড়া ইছামতীর চরে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। যেমন, রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবিদপুরে রয়েছে দুটি, বেড়ীগোপালপুরে রয়েছে একটি। এছাড়াও নদীর চর ঘিরে বহু অবৈধ ভেড়ী আছে বর্ণবেড়িয়া, আংরাইল ও তেঁতুলবেড়িয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে। আবার যমুনা নদীর চর ঘিরে ইটভাটা গড়ে উঠেছে শেরগড়ে। আর ভেড়ী আছে লাউগাছিতে।

আমরা ইছামতী ধরে দক্ষিণ দিকে যতই যাবো, দেখতে পাবো শুধুই ইটভাটা গ্রাস করেছে এই ইছামতীকে। যেমন বাদুড়িয়া ব্লকে একমাত্র ইছামতীর চরে ইটভাটা আছে ৫২ (বাহান্ন) টি। রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ১৪ (চোদ্দ) টি। নয়া বস্তিয়ামিলনী এলাকায় ৮ (আট) টি। তারাগুনিয়া শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ২২ (বাইশ) টি। লক্ষ্মীনাথপুর এলাকায় ৮ (আট) টি। একমাত্র বাদুড়িয়া পৌরসভা এলাকায় যেমন ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৬ এই কয়টি ওয়ার্ডে বেশ কিছু ইটভাটা রয়েছে। আরও দক্ষিণে গেলে হিসাবে সব গরমিল হয়ে যাবে। এখানেই থামছি।

এবার আমরা একটু নদীর গতিপথের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, যেমন যমুনা নদী নদীয়া জেলার অংশ থেকে গাইঘাটা ও স্বরূপনগরের মধ্য দিয়ে চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাডাঙার কাছে টিপি হয়ে ইছামতীতে মিশেছে।

অপরদিকে এই যমুনা নদী হাবড়া, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া ও চারঘাটের মধ্যদিয়ে মোল্লাডাঙায় গিয়ে যমুনা পদ্মা নদীতে মিশেছে। এখানে এই তিন নদীর মোহনায় বা সংযোগস্থলে বিরাট চর তৈরি হয়েছে। এই চর দখল করে চাষ-আবাদ চলছে। এমন কি এখানে একটি বনভোজন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। মাঝে বন্যা হওয়ার কারণে বাধ কেটে দেওয়া হয়েছে।

এই জেলার যে নদীগুলি জনজীবনের চালচিত্র পালটে দিতে পারত, তারমধ্যে ইছামতী, যমুনা, পদ্মা, বিদ্যাধরী, বেতনা, নাওভাঙা, কোদালিয়া প্রভৃতি। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীগুলি আজ মৃতপ্রায়। মানুষের হস্তক্ষেপে দ্রুত অবলুপ্তির পথে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য, রাজ্য সরকারের অর্থের অপ্রতুলতা, কোনও কথাই শুনতে চায় না। ইছামতী, যমুনা, কোদালিয়া, বেতনা, নাওভাঙা, সোনাই প্রভৃতি অঞ্চলের নদী পাড়ের সকল মানুষদের একটাই কাম্য— অবিলম্বে নদী সংস্কার করতে হবে। নদীর পাড় বা নদীর খাতে অবৈধ মাছের ভেড়ী, ইটভাটা, অবৈধ চাষ, কচুরিপানা নদীর উৎস মুখে ও প্রবাহ পথে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমস্ত বাধা অপসারণ করতে হবে।

নদীপাড়ের মানুষদের এই দাবীর পাশে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও মতের মানুষ আছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস এই জনমতকে আন্দোলনে রূপদানের চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ইছামতী সহ এলাকার নদীগুলি সংস্কারের দাবী নিয়ে বনগাঁ, গোবরডাঙ্গা, স্বরূপনগর, চারঘাট প্রভৃতি স্থানে কনভেনশন করেছেন। নদীর ও জলনিকাশী সমস্যা নিয়ে নদীপাড়ের মানুষেরা যত বেশী কথা বলবেন, ততই ভালো। এব্যাপারে বিরোধী দলের প্রত্যাশা তাই। আমরা সাধারণ মানুষ এটাই কাম্য— নদী পাড়ের মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করুক।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল গত ২৮ জানুয়ারী। জন্ম মাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পণের মধ্যে দিয়ে সেবা সমিতি আয়োজিত ৩৮তম সাহিত্য সভা শুরু হয়। শুরুতেই সমিতির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার

স্বাগত ভাষণে সমিতির বছরভর বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচী তুলে ধরেন। শ্রী মজুমদার অসহায় মুক্ত সমাজ গড়ার এবং পেশাগত ভিক্ষাবৃত্তি বন্দে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন, সেই সঙ্গে স্কুল পড়ুয়াদের বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষার জন্য শিবীর ও প্রয়োজনে বিনামূল্যে চশমা প্রদানের কথা জানান।

এদিনের সাহিত্য সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিজন নন্দী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সবি দেবেশ সরকার, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক রাসমোহন দত্ত। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা হয়। জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। এদিন সেবা সমিতির পক্ষ থেকে প্রবীন কবি হাবড়ার দেবেশ সরকারকে উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মহীষাকাটি নেতাজী বিদ্যাপীঠে সভাকক্ষ ও অনুষ্ঠান মঞ্চের দ্বারোদ্‌ঘাটন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৩ জানুয়ারি মহান দেশনায়ক ও স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্ম বার্ষিকিতে তাঁরই নামাঙ্কিত বিদ্যায়তনে নব নির্মিত সভাকক্ষ ও অনুষ্ঠান মঞ্চের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। স্থানীয় বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের প্রদেয় অর্থে নির্মিত সভাকক্ষ ও মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বিদ্যালয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত নেতাজী সুভাষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মন্ত্রী শ্রী ঠাকুর দেশনায়ক সুভাষ বসুর জীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয় অবসর প্রাপ্ত টিচার ইনচার্জ কার্ত্তিক প্রামানিক, ভূমিদাতা পরিবারের সদস্য ও প্রাক্তণ শিক্ষক শিবনাথ মণ্ডল, কল্যানগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শুকদেব বিশ্বাসসহ

বহু বিশিষ্টজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সকলকে পুষ্প-স্তবক, ব্যাজ ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন। এদিন মঞ্চ থেকে বিদ্যালয়ের অবসরপ্রপাত কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও তিনজন প্রাক্তণ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রধান শিক্ষক মনতোষ মজুমদার স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সর্বদা পাশে থাকার আহ্বান জানান। নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত মঞ্চে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করে। চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর কর্ণধার সুভাষ চক্রবর্তীর যাদু প্রদর্শনী ছোট-বড় সকলের ভালো লাগে। মঞ্চস্থ হয় দু'খানি নাটক। ছোট-ছোট কুশীলবগণ পরিবেশিত মজার নাটক সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও আন্তরিক সার্থকতা লাভ করে।

ক্ষোভ গ্রামবাসীর

প্রথম পাতার পর

প্রধান তৃণমূলের অনামিকা বিশ্বাস বলেন, "যেসব মানুষদের ডাকার প্রয়োজন ছিল, তাদের ডাকা হয়েছিল। তারা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিরোধীরা মিথ্যা অভিযোগ করছে। এদিন কেন্দ্রের দুই প্রতিনিধি দল কনিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যান। ১০০ দিনের কাজ আবাস যোজনার কাজ তারা ঘুরে দেখেন। এসব নিয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। প্রতিনিধি দল গিয়েছিল স্থানীয় বলিদাপুকুর এলাকায়। সেখানে গ্রামবাসী একটি ঢালাই রাস্তা নিয়ে তাদের কাছে ক্ষোভ জানান। গ্রামবাসীর কথায়, এক বছর আগে রাস্তা তৈরি হলেও তা ভেঙে গিয়েছে। রবিবারই নতুন ফলক লাগানো হয়েছে রাস্তায়। যে টাকা খরচ হয়েছে বলা হচ্ছে, বাস্তবে তা হয়নি। এসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অবশ্য জানিয়েছেন "প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যম ও জনগণের কাছে কিছু জানানো যাবে না। আমরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রিপোর্ট দেব।"

চাঁদপাড়ায় শৌচালয় ও জল প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মিলন সংঘ ময়দানে নব নিমিত সর্বসাধারনের ব্যবহার্য্য শৌচালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় গত ৬ ফেব্রুয়ারি। চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ মিলন সংঘ ময়দানে নির্মিত শৌচালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি গোবিন্দ দাস ও বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ইলা বাক্চি, প্রাক্তন সহঃ সভাপতি নির্মলকান্তি বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ, সদস্যা অঞ্জনা বৈদ্য, মিলন সংঘের সম্পাদক অর্জুন মল্লিক সহ পঞ্চায়েত সদস্যগণ। চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক দাস জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চদশ অর্থ তহবিল ও পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের অর্থে শৌচালয়টি নির্মিত হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা নির্মিত শৌচালয়টি পুষ্প বৃষ্টি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন সভাপতি গোবিন্দ দাস ও বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি। উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা বলেন, এই মাঠে কোন অনুষ্ঠান বা

প্রতিদিন খেলাধূলো ও শরীরচর্চা করতে আসা মানুষজন শৌচালয়টি ব্যবহার করতে পারবেন। শৌচালয়টি দেখা শোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিলন সংঘের সদস্যদের উপর। খেলার মাঠে শৌচালয়টি নির্মিত হওয়ায় খুশি এলেকার মানুষজন। অন্যদিকে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের হরঘর জল ও জলজীবন মিশন প্রকল্পে অঞ্চলের শিমুলিয়াপাড়া, চাঁদপাড়া এবং সোনাটিকারি গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করেন প্রধান দীপক দাস। অঞ্চলের ২৬ সহস্রাধিক মানুষ এই জল প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। আগামী ২০ মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পে জল সরবরাহ শুরু হবে বলে জানা গেছে।

গাইঘাটার বিডিও-কে ব্লক কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নীরেশ ভৌমিকঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং সেই সঙ্গে ব্লকের বিভিন্ন এলেকায় অবৈধভাবে একের পর এক পুকুর ও জলাভূমি ভরাট বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে গাইঘাটার বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। জাতীয় কংগ্রেসের গাইঘাটা ব্লক ১ ও ব্লক ২ এর সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় ও অনিল কুমার পান্ডের নেতৃত্বে ১০ জন কংগ্রেস নেতা গত ৩ ফেব্রুয়ারি গাইঘাটার বিডিও সঞ্জয় সেনাপতির নিকট বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন।

স্মারকলিপিতে অন্যান্য দাবি গুলির মধ্যে ছিল, বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতি যোগ্য প্রার্থীদেরকে প্রদানের এবং সেই সঙ্গে ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতি গুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি, কৃষকের প্রয়োজনীয় সারের কালোবাজরি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহন, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, এলেকার বিভিন্ন রাস্তায় মাটি ভর্তি ট্রলি চলাচল বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহন।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল মুকুলিকার সরস্বতী বন্দনা

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙ্গার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা মুকুলিকা গানের স্কুলের বাক্‌দেবীর আরাধনা। মুকুলিকার ১১০জন সদস্য এদিনের দেবী সরস্বতী বন্দনায় অংশ নেন।

দিনভর আয়োজিত পুজো, মন্ত্রপাঠ ও অঞ্জলি প্রদান এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোট-বড় সকল সদস্যগনই অংশ নেন। সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা। মুকুলিকার সকল সদস্য ও পাড়ার বাসিন্দাগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মুকুলিকা আয়োজিত এদিনের সরস্বতী পুজো ও অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মুকুলিকার কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস মজুমদার জানান, অন্য এক ছুটির দিনে সরস্বতী বন্দনায় পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলে অনন্দ উৎসবে মেতে ওঠার লক্ষ্যেই পরবর্তী সময়ে এই পুজো ও অনুষ্ঠানের আয়োজন।

স্কুলে আসছে না ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধের মুখে স্কুল

প্রথমপাতার পর...

শিক্ষিকা প্রতিমা সরকার ও সহশিক্ষক সুকুমার সরকার ও অসীমা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বদলির দাবী তুলেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বদলি না হবে ততক্ষণ স্কুলে ছেলে-মেয়েরা আসবেন না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

আর এক শিক্ষিকা অসীমা বিশ্বাস বলেন, "এলাকার একাংশ ভয় দেখিয়ে স্কুলে আসতে দিচ্ছে নাছাত্র ছাত্রীদের। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে।" তাঁর কথায় স্কুলের গাছ কেটে বিক্রি করা ও স্কুলের জমিতে ক্লাব ঘর করার প্রতিবাদ করার আক্রোশে এই ঘটনা। স্কুল সূত্রে খবর, স্কুলে বর্তমানে প্রায় ৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। দিন দুয়েক ধরে চারটি ক্লাস মিলে মোট ১০-১৫ জন স্কুলে আসছে। এর ফলে স্কুল প্রায়

বন্ধের মুখে। এ বিষয়ে গাইঘাটা ব্লক শিক্ষা দপ্তর সূত্রের জানানো হয়েছে, "বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি কেউ দোষী হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" প্রসঙ্গত শুক্রবার স্কুলের সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ এনে স্কুল গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকেরা। অভিভাবকেরা দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাইরে রেখে স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে রাখে। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকাসহ স্কুলের একাধিক শিক্ষকরা মিলে স্কুলের বই খাতা, বিল্ডিং তৈরির লোহার রড, পাথর বিক্রি করে দিয়েছে। স্কুল সামগ্রী বিক্রির ঘটনা স্বীকার করে প্রধান শিক্ষিকা প্রতিমা সরকার জানিয়েছেন, স্কুলের সহ-শিক্ষক সুকুমার সরকার বিক্রি করেছেন। যদিও সুকুমার সরকারের দাবি, স্কুলের পুরনো বই বিক্রি করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা সব জানেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। ঘটনার কথা শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর কুমার বিশ্বাস। অভিভাবকদের বুঝিয়ে স্কুল গেটের তালা খুলে দেন। অভিভাবকদের আরো অভিযোগ, স্কুলে পঠন পাঠন থেকে শুরু করে মিড ডে মিল ঠিক মতন দেওয়া হয় না। স্কুল চলার সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল মাঠে ঘুরে বেড়ায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে উন্নয়নের জন্য আসা বালি, পাথর, রড থেকে শুরু করে স্কুলের লাইব্রেরীর বিভিন্ন বই প্রধান শিক্ষিকা এবং স্কুলের সহ শিক্ষক কাউকেই না জানিয়ে তা বিক্রি করে দিয়েছেন। সহশিক্ষক সুকুমার সরকার সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন।

জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে

প্রথমপাতার পর...

বিরোধীদের নিয়ে এলাকার মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই কাজ করছে। বেআইনি ভরাটের ফলে অসংখ্য কৃষকদের কৃষি জমির ফসল বর্ষার মরসুমে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশংকা। পাশাপাশি গাইঘাটা ব্লকের দোগাছিয়া, মন্ডলপাড়া, মনমোহনপুর বিস্তীর্ণ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং কৃষকরা বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। ইতিমধ্যেই তারা গাইঘাটা ব্লক অফিসের দ্বারস্থ হয়েছেন।

জলা জমি ভরাটের অভিযোগ অস্বীকার করেছে জমির মালিক দেবব্রত সেন। তিনি বলেন, এই জমি আমি কিনেছি। এটি বাস্তু জমি। দখল করা বা ভরাট করার কোন প্রশ্নই নেই। এর সঙ্গে পাপাই রাহার কোন যোগ নেই।

অভিযোগ অস্বীকার করে পাপাই রাহা বলেন, 'মন্ডলপাড়া এলাকার জমি সঙ্গে আমার কোন সংযোগ নেই। কে বা কারা চক্রান্ত করে আমার বদনাম করার জন্য এ সমস্ত করছে।'

ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে জমজমাট শিশুমেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৪ জানুয়ারী সাড়ম্বরে বিদ্যালয়ের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের পর ৫ ফেব্রুয়ারি মহা সমারোহ শিশু মেলার আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। বিদ্যালয়ের রূপকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অশোক কুমার সেন এর স্মরণে আয়োজিত শিশুমেলার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত আশোক বাবুর পরিবারের

সদস্য ও বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য উত্তম লোধ ও স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায় সহ অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র ও এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপন দে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নন্দিতা রায় ও রাজশ্রী গুহ প্রমুখ শিক্ষক শিক্ষিকাগনের সহযোগিতায় এদিন বিদ্যালয়ের ছোট বড় ছাত্রীগণ বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে বসে। ৫০ টির মতো স্টলে পড়ুয়াদের তৈরি হস্ত শিল্প ছাড়াও, কর্মশিক্ষার ক্লাশে তৈরি নানা সামগ্রী, উলের তৈরি জিনিস, এছাড়া চা, চপ, মোমো, গাছের মিষ্টি কুল ছাড়াও পিঠে পাটিসাপটার স্টলে ক্রেতাসাধারনের বেশ ভিড় চোখে পড়ে। মেলা প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র সংগীতের সুর সমবেত সকলকে মুগ্ধ করে। উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

এসসিএসটি ওয়েলফেয়ার এ্যাসেসিয়েশনের রক্তদান ও স্বাস্থ্যশিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবার স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান উৎসবের অয়োজন করে চাঁদপাড়ার অন্যতম সংগঠন চাঁদপাড়া এসসিএসটি ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে এলেকার বহু মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে আসেন, ১৪ জানুয়ারী স্বাস্থ্য শিবির ছাড়াও ছিল চক্ষু পরীক্ষা শিবির। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিবিরে আসা মানুষ জনকে পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এদিন চিকিৎসকগণ মারণ রোগ ক্যান্সার বিষয়েও মানুষজনকে অবহিত করেন। দ্বিতীয় দিন থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন সিরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফাউন্ডশনের ডাঃ শরদিন্দু চ্যাটার্জী। তিনি আলোচনা শেষে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ও সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক শিক্ষক মলয় সানাকে স্মারক উপহারে সম্মান জানান সিরাম ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বর্ষিয়ান সমাজসেবি দেব পাল। এদিন বিনা ব্যায় দন্তচিকিৎসা ও রক্ত পরীক্ষা করেন বহু মানুষ। ছিলেন অর্থপেডিক চিকিৎসক অর্নব সাহা। এদিনের শিবিরে ৩২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন রক্তদাতা ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানতে আসেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস ও চাঁদপাড়া, প্রধান দীপক দাস, ছিলেন সমাজকর্মী মনোজ টিকাদার ও শংকর বৈদ্য। বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি উদয় সানা। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে আয়োজক সংগঠনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সভাপতি শ্রী দাস সংস্থার কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি শেড তৈরির দীর্ঘ দিনের দাবি এবারে পূরন হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

মধুসূদনকাটি সমবায়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দারুন সাড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও মধুসূদন কাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে সাড়ম্বরে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সমিতি পার্শ্বস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠার সদস্যগণ আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। এদিনের আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পৌরসভার কাউন্সিলর বাসন্তী ভৌমিক ও ভবতোষ সরকার। সমিতির চেয়ারম্যান বর্ষিয়ান শিক্ষক কালিপদ সরকার ও সম্পাদক দেবাশিষ বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করেন। প্রতিযোগিতায় দৌড়, হাঁড়িভাঙা ছাড়াও মহিলাদের চামচগুলি ও মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন কারীগণের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। যেমন খুশি সাজো প্রতিযেগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীগণ ছাড়া ও অংশগ্রহনকারী সকলকে উদ্যোক্তারা বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। এদিন উপস্থিত সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা। পরিচালক সমিতির সদস্য মিলন কান্তি সাহা, স্বপন ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, ম্যানেজার গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ দায়িত্বশীল সদস্যগণ এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

বনগাঁর কালুপুর পাঁচপোঁতা সমবায়ে ইফকোর কৃষি আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের অন্যতম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো- অপারেটিভ লিমিটেড এর উদ্যোগে এক কৃষি বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হল বনগাঁর কালুপুর অঞ্চলের পাঁচপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি-২ এর সভাকক্ষে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে সমিতির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সমিতির সদস্য কৃষিজীবী মানুষজন উপস্থিত হন। সভায় ইফকোর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য বিপনন প্রবন্ধক স্বপন রায় ও জেলার দায়িত্বশীল ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা, ছিলেন সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ও অজয় বিশ্বাস, প্রাক্তণ ভাইস চেয়ারম্যান কেনারাম বৈরাগী ও ভূতপূর্ব সম্পাদক অজয় কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

সমিতির ম্যানেজার সুকুমার মণ্ডল সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। সভার শুরুতেই ইফকোর সামাজিক কার্যক্রমে এলেকার ৫০ জন দুস্থ মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শীতের মরশুমে ইফকোর দেওয়া কম্বল পেয়ে অতিশয় খুশি গ্রামের দরিদ্র মানুষজন। ইফকোর অধিকারিক স্বপন রায় ও ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা সমবেত চাষিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফসল সহ বিভিন্ন পন্যের চাহিদা বেড়েছে। সে কারনে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে কৃষি জমিতে বেশি পরিমান সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা বলেন মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জৈব বা জীবানু সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর এই কাজে প্রয়োজন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির হাতিয়ার ইফকোর নতুন আবিষ্কার জৈব প্রডাক্ট ন্যানো ইউরিয়া (তরল) ও সাগরিকা, যা জমির মাটি ও পরিবেশকে রক্ষা করে থাকে। ইফকোর বিপনন আধিকারিক স্বপন বাবু তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, জীবানু হচ্ছে মাটির জীবন, জমিতে অল্পের ভাগ বেশি থাকলে ভালো ফলন পাওয়া যায় না। জৈব সারের ব্যবহার ফসলকে সুষম পুষ্টি দিয়ে থাকে। ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া পরিবেশের কোনও ক্ষতি করে না। কম পরিমান ব্যবহারে বেশি কাজ দেয়। তরল ইউরিয়া গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে থাকে।

পত্ররন্ধ্র দিয়ে খুব সহজেই গাছের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে ফসলকে সুষম পুষ্টি দিয়ে থাকে। ইফকোর নতুন আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া, (তরল) সাগরিকা ও পটাসিয়াম সালফেট যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমনি জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও বেশি ফসল উৎপাদনে সহায়ক হয়ে ওঠে। সে কারনে ইফকোর আধিকারিকগণ উপস্থিত কৃষক বন্ধুদের কাছে কৃষি বান্ধব ন্যানো ইউরিয়া (তরল) ও সাগরিকা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ইফকো আয়োজিত এদিনের কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

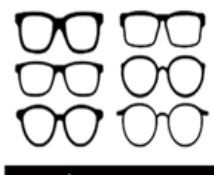

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST

Tapabrata Sen
Proprietor

LOGISTICS

7501855980 / 7001727350

futureindialogistics@yahoo.com

Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235

TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**